

নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন

অসহায় মানুষের আপন ঠিকানা



■ সাঈদুর রহমান রিমম

প্রাকৃতিক নানা দুর্ঘটনা বিপর্যস্ত ভোলাবাসীর আপন ঠিকানা হয়ে উঠেছে 'নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন'। বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা থেকে শুরু করে নদীসিক্তির ন্যূনতম কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ঠাই করে দেওয়া, অসহায় বৃদ্ধদের নির্ভেজাল বসবাসের ব্যবস্থা, মেঘনাপাড়ের ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের খাদ্যের বিনিময়ে স্কুলে ফিরিয়ে আনাসহ কল্যাণকর নানা কর্মকাণ্ড সাধন করে চলেছে ফাউন্ডেশনটি। আছে দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, অসহায় সাংবাদিকদের জন্য সহায়তা প্রদান, এতিমখানা পরিচালনা, বিবাহযোগ্য মেয়েদের পাত্রস্থ করার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা। নদীভাঙা পরিবারের সন্তান একজন নিজামউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠান দ্বীপ জেলা ভোলায় আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে।

ফাউন্ডেশন হাসপাতাল

নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ভোলা জেলা শহরের উকিলপাড়ায় গড়ে তোলা হয়েছে একটি হাসপাতাল। সেখানে দরিদ্র-অসহায় মানুষজনের সব রোগের চিকিৎসা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। চোখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে যুগান্তকারী অবদান। গত সাত বছরে লক্ষাধিক রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে। রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ ওষুধ, প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসাকালীন থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করা হয় বিনামূল্যে। এ ছাড়াও সংকটাপন্ন অন্তত তিন হাজার চক্ষু রোগীকে রাজধানীর নামিদামি হাসপাতালে নিয়ে জটিল কঠিন অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করানোরও দায়িত্ব নিয়েছে নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন।

দূর ভোলাতেও মিলছে

ফাউন্ডেশন হাসপাতালের পরিচালক, সাবেক সিভিল সার্জন আবদুল মালেক বলেন, 'বহু জেলায় চাকরি করেছি। একদম বিনা পয়সায় চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, চশমা, ওষুধ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও দেখিনি। নিঃস্বার্থ এ মানবসেবা কার্যক্রম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও অনুপ্রাণিত করেছে, তারা সবাই মানবতার কাজে কিছু না কিছু অবদান রাখতে উৎসাহবোধ করেন।' হাসপাতাল বিভাগের প্রধান ডা. আবদুল মালেকের তত্ত্বাবধানে চক্ষু রোগীদের চিকিৎসা করেন ডা. মশিউর রহমান খান এবং গাইনি বিভাগে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন ডা. ফাহিমদা জেবিন। চোখের অপারেশন করার ক্ষেত্রে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. জি এম ফারুক, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. টি ইসলাম (শায়েম), বাংলাদেশ আই হাসপাতালের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডা. কামরুল হাসান, ডায়াবেটিক হাসপাতালের সিনিয়র কনসাল্ট্যান্ট ডা. দেবানীশ কুমার বারিক, শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের সিনিয়র কনসাল্ট্যান্ট ডা. ডিবি পাল, রেজিস্টার ডা. জুয়েল ইলিয়াছ রব, পটুয়াখালী বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের কনসাল্ট্যান্ট ডা. ভবেশ চন্দ্র রায় ও হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মশিউর রহমান খান প্রমুখ। ফাউন্ডেশনের কল্যাণে দ্বীপ জেলা ভোলায় অবস্থান করেই রোগীরা এতসব বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উন্নত চিকিৎসাসেবা ভোগ করতে পারছেন।

বিবেকের জন্য

ভোলা জেলা শহরের উকিলপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশনের সহায়তা পেতে হলে সাইনবোর্ডের একটি লেখা সবাইকে পাঠ করতে হয় এবং বিবেকের প্রতি ছোড়া প্রশ্নটির সুরাহা করতে হয় নিজেকেই। সাইনবোর্ডে লেখা আছে : "এখানে শুধুমাত্র গরীব, অসহায়, দুস্থ ও যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের বিনামূল্যে যাবতীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে। নিজ অর্থে চিকিৎসা করতে পারেন এমন রোগীদের চিকিৎসা এখানে করা হয় না। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিবেকের কাছে দায়ী থাকবেন। —কর্তৃপক্ষ" শতাধিক ব্যক্তির ঠাই বৃদ্ধ নিবাসে বৃদ্ধকাল অনেকের জন্যই হয়ে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণার, অনেকে হয়ে পড়েন সঙ্গীহীন-অসহায়। জীবনভর শ্রম-ঘামে গড়ে তোলা সুখ-স্বপ্নের সংসারেও বয়সের ভারে ন্যূন মানুষটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন, অবহেলার শিকার হন। এমন অসহায় বৃদ্ধদের জন্য ভোলা শহরের কাঁঠালি মহল্লায় ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় গড়ে উঠেছে 'বৃদ্ধ নিবাস'। ১০ একর জায়গার ওপর গড়েওঠা এই নিবাসে সহায়-সম্মলহীন



নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চক্ষু অপারেশনের পর কয়েকজন বৃদ্ধ রোগী হাসপাতালের বেড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন

শতাধিক বৃদ্ধ ঠাই পেয়েছেন। সেখানেই আছে তাদের থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। অবসর কাটানোর জন্য নানারকম আয়োজনও রয়েছে। সুখ-দুঃখের স্মৃতিচারণ, যেমন খুশি তেমন থাকা, গল্পের আসর, পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ানোর সুবিধাসহ বৃদ্ধ নিবাসটি অসহায়দের শেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও যা কিছু কল্যাণকর

মানবতার জন্য যা কিছু কল্যাণকর এর সব ক্ষেত্রেই নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশনের অবদান রয়েছে, আছে নিরন্তর প্রচেষ্টা। ফাউন্ডেশন ২০০০ সাল থেকেই প্রতি বছর দরিদ্র ও শীতাত্তর মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে আসছে। ২০১০ সাল থেকে ২০০ জন বয়স্ক, দুস্থ, বিধবাকে এবং ২০০ দুস্থ

মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতি মাসে সম্মানী ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ফাউন্ডেশন থেকে বর্তমানে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী পাচ্ছে উচ্চশিক্ষার বৃত্তি। এই শিক্ষার্থীরা মাসে এক হাজার থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত বৃত্তি পাচ্ছে। উকিলপাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে ২০০ শয্যার এতিমখানা। এ ছাড়া ভোলায় দুস্থ পরিবার, নদীসিক্তি, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ এককালীন সহায়তা পাচ্ছেন। পাশাপাশি জেলার আটটি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতনও দিচ্ছে এ ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের অর্থে ভোলায় গড়ে উঠেছে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ভবন, ডায়াবেটিস হাসপাতাল ভবন, পুলিশ লাইন্স মসজিদ ভবন, নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উকিলপাড়া মসজিদ, মিয়াবাড়ীর দরজা মসজিদ, ভোলা প্রেসক্লাব ভবনসহ সামাজিক কল্যাণের নানা প্রতিষ্ঠানের পাকা ভবন। উকিলপাড়ায় অত্যাধুনিক নির্মাণশৈলীতে গড়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন জামে মসজিদ।

জীবনসংগ্রামী থেকে সমাজসেবী

ভোলা দৌলতখানের অজপাড়া গাঁয়ে জন্মগ্রহণকারী নিজামউদ্দিন আহমেদের পরিবারও ছিল নদীসিক্তি। মেঘনা

এতিমখানা পরিচালনা, বিয়ের উপযোগী মেয়েদের বিয়েতে সহযোগিতার ব্যবস্থাও। সব মিলিয়ে দৌলতখানের অজপাড়ার সন্তান নিজামউদ্দিন আহমেদ হয়ে উঠেছেন ভোলার আশীর্বাদ।

দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বীমা ব্যক্তিত্ব, এফবিসিসিআইর পরিচালক নিজামউদ্দিন আহমেদ প্রায় এক যুগ আগে নিজের ও তার স্ত্রী হাসিনা নিজামের নামে প্রতিষ্ঠা করেন 'নিজাম-হাসিনা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়ের বড় একটি অংশ দিয়ে ফাউন্ডেশনের তহবিল গঠন করা হয়। ফাউন্ডেশনের সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য ২০১০ সালে ভোলা শহরের উকিলপাড়ায় প্রায় চার একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন 'নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন হাসপাতাল'। দৃষ্টিনন্দন এ হাসপাতালে মাত্র ১০ টাকার টিকিটেই রোগীদের সব ধরনের রোগ নির্ণয়, অস্ত্রোপচার, থাকা-খাওয়া, ওষুধ এবং প্রয়োজনে যাতায়াত খরচও বহন করা হয়। এখানে সাবেক সিভিল সার্জন ডা. আবদুল মালেকের নেতৃত্বে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও পর্যাণ্ড সেবিকা রয়েছে। অর্থ সংকট ও সরকারি হাসপাতালে পর্যাণ্ড চিকিৎসাসেবা না পাওয়ায় দরিদ্র রোগীরা দিন দিন এ হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। নিজামউদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভোলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুপুরের খাবার (স্কুল ফিডিং) কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। ভোলা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিশুদের শিক্ষা জীবন থেকে ঝরেপড়া রোধকল্পে 'স্কুল ফিডিং' এনে দিয়েছে চমৎকার সাফল্য। ভোলা সদর ও দৌলতখান উপজেলায় মেঘনাপাড়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত টিফিন পাচ্ছে। চরাঞ্চলসহ জেলার অন্যান্য জনপদেও এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ রয়েছে।

নিজামউদ্দিনের কথা

নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা নিজামউদ্দিন আহমেদ ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার মেদুয়া ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। নদীভাঙনের শিকার অভাবী পরিবারে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই বড় হয়েছেন তিনি, চারপাশে মানুষেরও চরম দুর্দশা দেখেছেন খুব কাছে থেকেই। তিনি বলেন, 'নদীভাঙনে আমাদের পরিবার নিঃশ্ব হয়ে যায়। বিনা চিকিৎসায় বাবা আর অবহেলা-আনাদের মা মারা যান। এসব কষ্ট আমাকে প্রতিনিয়ত আঘাত করে। সেই বিবেক যন্ত্রণা থেকেই মানবসেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি।' তাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর নিজামউদ্দিন একদা ছিলেন ইত্তেফাকের প্রতিবেদক স্বাধীনতার পর থেকে সাপ্তাহিক 'মুক্তিবাদী' সম্পাদক ও প্রকাশক। পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনো অব্যাহত আছে। ৮০-এর দশকে নিজামউদ্দিন আহমেদ ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগী হন। এক পর্যায়ে হয়ে ওঠেন স্বনামখ্যাত বীমা ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে নিজামউদ্দিন আহমেদ এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক এবং মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান।

২০০০ সালে নিজের ও স্ত্রী হাসিনা বেগমের নামে গড়ে তোলেন 'নিজাম-হাসিনা ফাউন্ডেশন।' মানবসেবায় নানা উদ্যোগ গ্রহণকারী নিজামউদ্দিন আহমেদ জানান, ভোলায় বিনা চিকিৎসায় যাতে একটি মানুষেরও মৃত্যু না ঘটে সেই স্বপ্ন দেখছেন এখন। এ লক্ষ্যে আধুনিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করেছেন তিনি।